Sanatan Dharma

বকশে্বর শক্তপিীঠ

বকশে্বর শক্তপিীঠ :- পশ্চমিবঙ্গরে বক্রশে্বর শক্তপিীঠ বীরভূম জলোর পাপহরা নদীর তীরে অবস্থতি। দবেী সতীর ভ্রূযুগলরে মধ্যবর্তী অংশ বা তার মন এই অঞ্চলে পততি হয়ছেলি । কথতি আছে সত্যযুগে লক্ষ্মী ও নারায়ণএর বয়িতে ইন্দ্র সুব্রত মুনকিে অপমান করনে।অপমান এ রাগে ঋষরি দহে আট বাঁকে বেঁকে যায়। তনিি অষ্টাবক্র ঋষি নামে পরচিতি হন। মহামুনি অষ্টাবক্র এখানে শবিরে তপস্যা করনে ও পাপহরা নদীতে স্নানরে পর পাপমুক্ত হন।তার নামে তাই মহাদবেরে নাম এখানে বক্রশে্বর বা বক্রনাথ। এটি একটি মহাশক্তি পীঠ হসিবেে ববিচেতি। বীরভূমরে সদর শহর সউিড়ী থকেে 20 কমিি দক্ষণি-পশ্চমিে অবস্থতি এই বক্রশে্বর উষ্ণপ্রশবন এবং সতীপীঠ।

এখানে দবেী মহষিমর্দনী ও ভরৈব বক্রনাথ বা বক্রশে্বর।

পাপহরা নদী পাপমুক্ত করে বলা হয়।এ নদীতইে মহামুনি অষ্টাবক্র স্নান করছেলিনে। এই অঞ্চল বশিষে করে তার প্রাকৃতকি সৌন্দর্য জন্য পরচিতি । এ অঞ্চলরে আশপোশে দশটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়ছেে - পাপহরা গঙ্গা, বতৈরণী গঙ্গা, খরকুণ্ড, ভরৈবকুণ্ড, অগ্নকিুণ্ড, দুধকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, শ্বতেগঙ্গা, ব্রহ্মাকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড।এগুলোতে স্নান করলে রোগমুক্তি হয়। প্রতটিি প্রস্রবণরে কাছে শবিলঙ্গি আছে। খর, ভরৈব ও সূর্যকুণ্ডরে জলরে তাপমাত্রা যথাক্রমে 66, 65 ও 61 ডগি্রি সলেসয়িাস। অগ্নকিুণ্ডরে তাপমাত্রা 80 ডগি্রি সলেসয়িাস। এই কুণ্ডরে জলে সোডয়িাম, পটাসয়িাম, ক্যালসয়িাম, সলিকিটে, ক্লোরাইড, বাইকার্বোনটে ও সালফটে পাওয়া যায়, যা ঔষধগিুণসম্পন্ন। এছাড়াও এই কুণ্ডরে জলে রডেওিঅ্যাকটভি উপাদানও পাওয়া যায়। দুধকুণ্ডরে তাপমাত্রা ৬৬ ডগি্রি সলেসয়িাস। সকালরে দকিে এই কুণ্ডরে জলে ওজোন ঘনীভূত হয়ে সাদা সররে মতো পদার্থ সৃষ্টি করে।

বীরভূমরে বক্রশে্বরে এই শক্তপিীঠে ৮টি কুণ্ড দখো যায়। এই কুণ্ডগুলরি মাহাত্ম্য এক একটি এক রকম।

১) “ক্ষারকুণ্ড”- এর একটি ঘটনা আছে। একবার মহর্ষি অগস্ত্য সাগর বারি এক গণ্ডূষে পান করতে আরম্ভ করছেলিনে। সসেময় লবণ সাগর এখানে একটি কুণ্ড আকারে আশ্রয় নয়ে। আষাঢ় মাসরে পূর্ণমিা তে এই কুণ্ডে অবগাহন করলে অক্ষয় কাল স্বর্গে তার স্থান হয়।

২) “অগ্নকিুণ্ড”- হরিন্যকশপিু কে বধ করতে ভগবান বষি্ণু নৃসংিহ অবতার নয়িছেলিনে। অসুর বধরে পর ভগবান নৃসংিহরে ক্রোধে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবার উপক্রম হলে ভক্ত প্রহ্লাদ, ভগবানরে চরণে পড়ে স্তবস্তুতি করলে ভগবান হরি তুষ্ট হন। ভগবান বষি্ণুর সবথকেে উগ্র অবতার হলনে নৃসংিহ অবতার। ভগবান নৃসংিহ তাঁর তজে থকেে এক কুণ্ড নর্মিাণ করনে এখানে, এর নাম অগ্নকিুণ্ড। এখানে কউে স্নান করনে না। কারন এই কুণ্ডরে তাপ অনকে। তবে বশৈাখী পূর্ণমিা তে এখানে পণি্ড দলিে পতিৃপুরুষরো মুক্তি লাভ করনে।

৩) “ভরৈবকুণ্ড” – ভগবান শবি সর্ব পবত্রি নদী, পুষ্করণিীর জল একত্র করে

Published on: Mar, 21 2023 11:21

এখানে একটি কুণ্ড নির্মাণ করেন। যাঁর নাম ভৈরবকুণ্ড। এখানে চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে স্নান করলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

৪) “সৌভাগ্যকুণ্ড”- দেবাদিদেব ভগবান শিব ও তাঁর সহধর্মিণী মাতা ভবানীর সমস্ত অঙ্গের স্বেদ বিন্দু থেকে এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয়। এখানে স্নান করলে সর্ব পাপ নষ্ট হয়ে, ভক্তেরা দেহান্তে কৈলাস লোক প্রাপ্তি করেন।

৫) “জীবিতকুণ্ড” নিশানাথ সোমদেব এখানে স্নান করে সুস্থ হন। অনেক আগে সর্বনাম নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী চারুমতির সাথে এখানে তীর্থ করতে আসেন। ব্রাহ্মণ এখানে বাঘের পেটে গেলে, ব্রাহ্মণী ভগবান শিবের আরাধনা করেন। ভগবান শিব প্রকট হয়ে ব্রাহ্মণীকে আদেশ দেন, ব্রাহ্মণের অস্থি এই কুণ্ডে নিক্ষেপ করতে। ব্রাহ্মণী তা করতেই কোথা থেকে যেন ব্রাহ্মণ বেঁচে ফিরে এলেন। মাঘ মাসের শুক্ল অষ্টমীতে এই কুণ্ডে স্নান করলে অপমৃত্যু হয় না।

৬) “ব্রহ্মাকুণ্ড”- প্রজাপতি ব্রহ্মা এখানে পাপ স্ফলনের জন্য এখানে কুণ্ড খনন করে ‘ত্যম্বক’ মন্ত্রে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করেন। এই কুণ্ডে স্নান করলে ব্যভিচারাদি পাপ দূর হয় ।

৭) “শ্বেতগঙ্গা”- এই স্থানে সত্য যুগে শ্বেত নামক এক রাজা থাকতেন। তিনি রোজ এখানে ভৈরব বক্রনাথের পূজা দিতে আসতেন। বক্রনাথ তুষ্ট হয়ে বর দিলেন যে এই তীর্থের সাথে রাজা শ্বেতের নাম জড়িয়ে থাকবে। এই বলে ভৈরব বক্রনাথ এখানে এক কুণ্ড সৃষ্টি করলেন। ঐ কুণ্ডের নাম শ্বেতগঙ্গা। মাঘ মাসে এই কুণ্ডে স্নান করলে গঙ্গা স্নানের পুন্য প্রাপ্তি হয়।

৮) “বৈতরণী”- বৈতরণী পার হলে যম লোক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই এই কুণ্ডে অবগাহনে নরক ভয় দূর হয়।
এই হলো এই অষ্ট কুণ্ডের কথা। এই তীর্থ অনেক প্রাচীন।